OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 608 - 614
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 608 - 614
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্যার আজিজুল হক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ড. মৃত্যুঞ্জয় পাল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলকাতা
Email ID: mjpaul83@gmail.com
0009-0002-5311-6245

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Sir Azizul Haque, Ashraf, Atraf, Female Education, Partition of Bengal, Economic backwardness, Marmiyabad.

Abstract
The beginning of British rule in India was mainly in Bengal and inevitably the first influence of western ideas on the society of Bengal and later it spread to other parts of the country. Changes in the socio-economic condition of Bengal began with the expansion of power in Bengal by the East India Company in 1757. After the establishment of British rule, the dominance of Muslims in all areas that existed before the establishment of British rule gradually disappeared. As a result, the condition of the Muslims of Bengal and India began to deteriorate. They are socially, culturally, economically and politically marginalized. On the other hand, the condition of the Hindus improved rapidly. Needless to say, the Muslims of Bengal were the only Muslims who never gave up their livelihood, that is, agriculture, and at the same time they were the only ones who could retain their language. However, Marmiyavad seems to have had a profound influence on this. In the 19th century, the Muslim society of Bengal was mainly divided into two parts. These two classes were known as 'Ashraf' (upper caste) and 'Atraf' (lower caste). Muslim society is in dire straits due to a number of reasons. However, the Hindu community also suffered financially as a result of the British occupation. But they re-organized themselves in different ways. Muslims don't do that. By the beginning of the eighteenth century, the great mass of Muslims, not only in Bengal but throughout India, comprised peasants, agricultural labourers and artisans. They were part of the Muslim community. The foreign sultans, subedars and nawabs did not give the converted Muslims any additional opportunities for economic or social development. It can be said that the economic base of Muslim society in Bengal has always been weak. However, it is true that in the pre-British period, the middle class of Bengal did not develop vary widely. Even among that small middle class, it was probably the Hindus who predominated. After the Battle of Plassey, the situation changed radically with the establishment of English authority. As a result, both Hindus and Muslims were affected. But Muslims are much more than that. Many

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 608 - 614
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

people have realized that the non-acceptance of Muslim society towards business, trade, shops, etc. is very harmful for the society. In this context, the main objective of this article will be to analyze the socio-economic condition of the Muslims of Bengal and to implement the thinking and action plan of Sir Azizul Haque in order to improve their condition.

Discussion

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নানাদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে দ্রুত মানিয়ে নেয় এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের পুনর্গঠিত করে। অন্যদিকে শাসন ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমান রাজন্যবর্গ ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট অনেকেই বাংলা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব লুপ্ত হয়ে গড়ে ওঠে কলকাতা শহর। ভাগ্যান্বেষীর দল ব্রিটিশের হাতে-গড়া এই শহরে ভিড় করতে থাকে এবং এদের অনেকেই ভাগ্যবান হয়ে ওঠে। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় নতুন পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হয়নি, বরং তারা সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে ইংরেজ শাসনকে। ফলস্বরূপ প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় যখন ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়, মুসলিম সম্প্রদায় তখন প্রায় অধঃপতিত হতে থাকে।[১]

বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে পূর্বে গবেষণা হলেও যে দিকটি এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মৌলিক ও নতুন একটি বিষয়। এই প্রবন্ধে মূলত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে স্যার আজিজুল হক-এর চোখে বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা-এর পূর্বে যা আর কেউ করেনি বলে আমার মনে হয়।

বহুবছর ধরে বাংলা মুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। সেই সময় অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে বাংলায় আরব, আফগান, পাঠান ও মোগল বংশোদ্ভূত মুসলমানদের প্রবেশ শুরু হয়। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বাংলায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। এই দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার স্থানীয় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মূলত মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা। ফলস্বরূপ বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং উনিশ শতকের শেষে দেখা যায় বাংলার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল মুসলমান। ১৮৭২ সালের জনগণনা থেকে জানা যায় যে বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৮৮১ সালের জনগণনায় দেখা যায় মুসলিমদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি। আদমশুমারিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে। আবার অনেকে এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল বহিরাগত ও উর্দুভাষী উচ্চবিত্ত বংশীয়। যদিও এই মত সর্বজনসম্মত নয়। মুসলমানদের একটি বড় অংশই ছিল গ্রামীণ ও কৃষিজীবী। আচার-আচরণ, সামাজিক রীতি-নীতিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল সামান্য। অন্যদিকে বহিরাগত মুসলমানরা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং পেশা ও সামাজিক আচার ব্যবহারে তাদের ছিল আলাদা সত্তা, যা সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা রকমের ছিল। মুসলমানদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে যা আলোচনার দাবি রাখে।[২] বলা বাহুল্য বাংলার মুসলমানরাই ছিল একমাত্র মুসলিম যারা তাদের জীবিকা অর্থাৎ কৃষিকাজ কখনো ত্যাগ করেনি এবং সেই সঙ্গে একমাত্র তারাই তাদের ভাষাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এর পেছনে অবশ্য মরমিয়াবাদ খুব গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল মনে হয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়েছিল মূলত বাংলায় এবং অবধারিতভাবেই বাংলার সমাজে পশ্চিমী ভাবধারার প্রথম প্রভাব পড়েছিল এবং পরবর্তীতে তা দেশের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করেছিল।[৩] ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলায় ক্ষমতা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। নবাব ছিলেন নামমাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে চলে যায়। সাধারণভাবে এই সময় থেকে বাংলার মুসলমান সমাজকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত অভিজাত শ্রেণী যারা মোগল শাসনকাল থেকে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত এবং দ্বিতীয়ত সাধারণ মুসলমান শ্রেণী বা স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান। অভিজাত শ্রেণীর সদস্যরা যুগ যুগ ধরে বাংলায় বাস করলেও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 608 - 614
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তারা তাদের পূর্বের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকে। ফলে বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে মুসলমান সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ, যারা প্রধানত কৃষিজীবী ও সমাজের অন্যান্য পেশায় যেমন কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ছিল, তারা সাধারণ অথবা নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজে এই দুই শ্রেণী 'আশরাফ' (উচ্চবংশীয়) এবং 'আতরাফ' (নিম্নবংশীয়) নামে পরিচিত ছিল।[৪]

মুসলমান সমাজের সামনে যখন কোনো আশার আলো নেই, তখন অনিবার্যভাবেই তাঁরা ধর্মের দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়েন। মুসলমান এমনিই ধর্মনিষ্ঠ, কিন্তু উনিশ শতকে তার ধর্মনিষ্ঠা সব নজির ছাড়িয়ে যায়। এর অবশ্য কারণও ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমান সমাজ হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তায় ভুগছিল, বাহুবল ও মনোবল হারিয়ে তারা ক্রমশ ধর্মনির্ভর ও ঐতিহ্যমুখী হয়ে পড়ে। তাঁরা অধার্মিকতা ও নীতিজ্ঞানহীনতাকে সমাজের পতন ও জাতির দুর্গতির কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং সমাজের মানুষকে ধর্মবোধ ও নৈতিক জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ না করলে সমাজের জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব নয় - এই ছিল মুসলমান সমাজের ধারণা। এই ধারণার জন্যই উনিশ শতকে মুসলমান সমাজের সমস্ত আন্দোলনই ধর্মকেন্দ্রিক ও অনিবার্য ভাবেই সেগুলি পশ্চাদমুখী।[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল রামমোহনের ধর্মান্দোলনে। বাংলায় ও বাংলার বাইরে মুসলমান সমাজেও ধর্মান্দোলন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে আলোড়ন আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ ঘটায়নি - সেই আন্দোলন তাকে নিয়েগিয়েছিল রক্ষণশীলতার সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে। এই রক্ষণশীলতা থেকে আধুনিকতায় আসতে তার প্রয়োজন হয়েছিল অনেক সময়ের এবং আরও একটি ভাব-আন্দোলনের।[৬]

ওয়াহাবি মতবাদ ও বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের যে অবিশ্বাস দানা বেঁধেছিল তা দূর করতে নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ ও সৈয়দ আমির আলি - এই তিনজন মুসলিম নেতাই সচেষ্ট হন।[৭] ইংরেজ আমলের সূচনা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যে সব চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ পেল, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল, বিশেষ করে বাংলার হিন্দু সমাজের ভিতরে যে ব্যাপক জাগরণ এল তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাংলার মুসলমানদের উপরে কেমন হল তা স্যার আজিজুল হক দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অনুধাবন করেন যে, ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা ও তাদের সাহায্যের মাধ্যমেই বাঙালি মুসলমানের উন্নতি সম্ভব। এই সময়ে আব্দুল লতিফ ছিলেন বাঙালি মুসলমানদের প্রধান মুখপাত্র।[৮] পরবর্তীতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কিভাবে শিক্ষার বিস্তার করা যায় সেই বিষয়ে স্যার আজিজুল হকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের অনগ্রসরতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ফলে একদিকে যেমন শহরবাসী আশরাফ মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে আশরাফ মুসলমান নেতৃত্ব বৃহৎ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও পরিচয় ব্যবহার করলেও তাদের প্রণীত আবেদন-নিবেদন বা প্রস্তাবাবলিতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা উপস্থাপন করা হয়।[৯]

সামাজিক বিবর্তনের পথে উন্নতি বা অবনতি খুব দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। সমাজ-সত্তার নিকট স্থাবর অবস্থা বলে কিছু নেই - ইতিহাসের যাত্রাপথে সমাজকে যে-কোনো একটি পথ বেছে নিতে হয়। কিন্তু সমাজ যখন একবার একটি বিশেষ পথ ধরে অগ্রসর হতে শুরু করে, সে পথ পরিবর্তন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল বলে মনে করেন স্যার আজিজুল হক। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে। এদেশের প্রাগ্রসর এবং শিক্ষিত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যখন ক্রমেই অধিকতর উদারনীতি গ্রহণ করা হয়, শিক্ষায় দারিদ্র, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা মুসলমানরা তখন জীবন সংগ্রামে নৈরাশ্যজনক ভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।[১০]

স্যার আজিজুল হকের মতে, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের কোন পদ্ধতিই সম্পূর্ণ হবে না। তাঁর মতে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা জীবনের আনন্দ, আশা ও ঋদ্ধি ফিরে পেতে পারি। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা সর্বত্রই তীব্রভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনামূলক মন্থর অগ্রগতির জন্য তারা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 608 - 614
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রদেশের রাজনৈতিক জীবনে, পেশাগত ও শিল্পের ক্ষেত্রে হিন্দুদের মত পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিক্ষাগত অসমতার জন্যই বাংলাদেশে বহু সংখ্যক প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের এই অসামর্থ্যের জন্য প্রধানত দায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে তাল রক্ষায় ব্যর্থতা। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এদেশের উন্নয়ন দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল; জনসাধারণের প্রধান দুটি অংশের সম-পরিমাণ অগ্রগতি এবং বর্তমানের ও ভবিষ্যতের অধিকতর সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষমতা।[১১]

বাঙালি মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকলেও অন্তঃপুরের মুসলমান নারীরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করত, এমনকি ইংরেজি ভাষা শিখতেও আগ্রহী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের সাপ্তাহিক ‘মিহির ও সুধাকর’ পত্রিকার বিবরণ থেকে। মুসলমান নারী সমাজ শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক সংস্কার ও অবরোধ প্রথার কারণেই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তারা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। সুতরাং বলা যায় বাঙালি মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের জন্য অবরোধ ও পর্দাপ্রথার বিলোপ সাধনের প্রয়োজন ছিল।[১২] স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মুসলিম স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় সামগ্রিক ভাবে অবরোধ প্রথার অবসান না হলেও তা অনেকাংশে শিথিল হয় এবং মুসলিম সমাজের পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয় এবং বর্তমানে তারা অনেকটাই এগিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও যাবে বলে মনে হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, সৈয়দ আমির হোসেন প্রমুখ মুসলিম মনীষী ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিজেদের সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে স্যার আজিজুল হকের মত কিছু মনীষী এই কাজকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যান। মূলত এঁদের প্রচেষ্টা এবং আরও কিছু সুবিধার কারণে মুসলমান সম্প্রদায় তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে।[১৩]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয় সেদিনকার বাঙালি মুসলমানদের কাছে ছিল শাসকের পরিবর্তন মাত্র। কিন্তু ১৭৬৪ সালে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হবার সাথে সাথে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সদ্য শাসিত শ্রেণীতে পরিণত মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে। ফলস্বরূপ বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্প-কলা, বিচার-প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং কোম্পনীর শাসনের শেষের দিকে তলানিতে পৌঁছে যায়। এই অবস্থায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় একদল শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান ইংরেজ-বিরোধী রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। এর আরও কিছু পরে ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন যুক্ত হলে বাংলার মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক আত্মবিকাশের প্রক্রিয়া যথার্থভাবে শুরু হয়। এই আন্দোলনের সময় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব ব্যাপক ভাবে দেখা যায় এবং একই সাথে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের একটা আকস্মিক মৈত্রীবন্ধনের সুযোগ ঘটে যায়। এর আগে রাজনৈতিক আবেগের টানে এত সংখ্যক বেশি বাঙালি মুসলমান কখনও স্কুল, কলেজ, চাকরি, সংসার ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেয়নি। এদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে পেশাদারি রাজনীতিতে থেকে গিয়ে বাংলার বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক ভাবধারাকে পুষ্ট করেছেন। ব্রিটিশ শাসনাধীনে অনেক রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারকের নাম পাওয়া যায় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বংশানুক্রমে দেশের হয়ে রাজনীতি করেছেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়েছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সমাজে।[১৪]

প্রাক-পলাশি যুগে মুসলমানদের আধিপত্য প্রধানত রাজশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ছিল হিন্দুদের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ দেশীয় মুসলমানদের তেমন উৎসাহ কখনো দেখা যায়নি। ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি সময়ে ‘কলকাতা ডাইরেক্টরী’তে (কমার্শিয়াল) যে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম বণিক-ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায় তারা ছিলেন বাংলার বাইরের লোক। ১৮৫৮ সালে ২৫১ জন ভারতীয় বণিকের মধ্যে মাত্র ৩৬ জন ছিলেন ‘মুঘল ও মুসলমান’। এক দশক পরেও এই সংখ্যার পরিবর্তন হয়নি।[১৫]

রাষ্ট্রক্ষমতা হারিয়ে একাধিক কারণে মুসলিম সমাজ শোচনীয় দুর্দশায় পতিত হয়। অবশ্য ইংরেজ অধিকারের ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ও আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু তারা বিভিন্নভাবে নিজেদের পুনর্গঠিত করে নিয়েছিল। মুসলমানরা সেই চেষ্টা করেনি।[১৬] অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও দেখা যায় শুধু বাংলায় নয়, ভারতের সর্বত্রই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 608 - 614
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মুসলমানদের মধ্যে সুবৃহৎ অংশ ছিল কৃষক, কৃষি-শ্রমিক ও শিল্পী কারিগর শ্রেণীর। এরাই ছিল মুসলিম সমাজের মূল অংশ। বহিরাগত সুলতান, সুবেদার ও নবাবরা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাড়তি কোন সুযোগ দেননি। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল বরাবরই দুর্বল। অবশ্য একথা সত্য যে প্রাক-ব্রিটিশ পর্বে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী তেমন ব্যাপকভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। সেই ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও সম্ভবত হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদেরই প্রাধান্য ছিল।[১৭]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের দুর্গতি অনেক বেশি হয়। মুসলমানদের এই দুর্গতির বিবরণ দিতে গিয়ে ডঃ অমলেন্দু দে লিখেছেন, -

> "খুব দ্রুত গতিতে মুসলমানেরা দুরবস্থায় পতিত হন। শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত মুসলমান আমিল-ফৌজদারেরা অধিকারচ্যুত হন। মুসলমান সৈন্যদের পরিবর্তে সিপাহিরা নিযুক্ত হওয়ায় তারাও কর্মচ্যুত হন। বিচার বিভাগের মুসলমানদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের অধোগতি হয়।"[১৮]

শাসন ক্ষমতা হারিয়ে আগের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ইংরেজরাও তাদের সন্দেহের চোখে দেখেছে। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটুকু সুযোগ তাদের ছিল তাও তারা হারাতে থাকে ১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালের রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজির প্রবর্তন, ১৮৪৪ সালের নতুন চাকরিতে নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতি নতুন নতুন নিয়মের ফলে। অন্যদিকে হিন্দুরা দ্রুত পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয় এবং তাদের মধ্যে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যেখানে একটি শক্তিশালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে সেখানে কলকাতাবাসী মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ। তবু এই শতকের শেষ চতুর্থাংশে ক্ষুদ্রাকারে হলেও বাংলায় একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। কিন্তু তাদেরকে শক্তিশালী হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সরকার প্রবর্তিত কিছু বিধি-নিয়ম তাদের আরও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নিক্ষেপ করে।[১৯]

ফলে বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে কি বাণিজ্য-নির্ভর, কি ভূমি-নির্ভর কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। মূলত এই কারণেই তাদের মধ্যে পেশাজীবী মধ্যবিত্তেরও জন্ম হতে অনেক দেরী হয়েছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম না হওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কেননা আধুনিককালে একটি জাতির সার্বিক উন্নতির ভিত্তি-ভূমি হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মুসলিম সমাজে তা ছিল না বলে তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানাবার আর কেউ রইল না। ফলে নতুন সরকারের কাছ থেকে তারা কোনও উপকারও আদায় করে নিতে পারল না। ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজের সচেতন ক্ষুদ্র একটি অংশ তাদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠেন। তাঁরা দুর্দশার শুধু কারণ অনুসন্ধান করেই থেমে থাকেননি, এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করেছেন। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁদের রচনা থেকে সেই ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।[২০] ব্যবসা-বাণিজ্য-দোকানদারি প্রভৃতি কাজের প্রতি মুসলিম সমাজের অনাগ্রহী মনোভাব সমাজের জন্য যে অত্যন্ত ক্ষতিকর তা অনেকেই অনুধাবন করেছেন।

শিক্ষকতা ও চিকিৎসাবৃত্তিকে সে সময় মেয়েদের পেশা হিসাবে সমাজে গ্রহণীয় করার আন্দোলন চলছিল। কেবল পুরুষের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষিত মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রেও আর্থ সচেতনতা দেখা দিয়েছে। কৃষিকাজ, ব্যবসা, চিকিৎসাবৃত্তি, শিক্ষকতা সব কিছুই মেয়েরা করতে সক্ষম বলে তারা মনে করেন।[২১] তাছাড়া সমকালীন মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ-সমস্যা ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইসলামে সুদের কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে মুসলিম সমাজ সুদ ব্যবসা থেকে দূরে থেকেছে। অথচ দরিদ্র মুসলমানকে আবার জীবনের প্রয়োজনে হিন্দু মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে নিজেদের দুরবস্থাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানকালের পুরো অর্থ ব্যবস্থা যেখানে সুদ-ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল সেখানে মুসলিম সমাজ তাকে অস্বীকার করে কেবল নিজেদের ক্ষতিসাধনই করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 608 - 614
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাস্তবতার আলোকে এসব কথা অনুধাবন করে বেশিভাগ সাময়িকপত্রে যুগোপযোগী সুদ-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়েছে।[২২] সময় অতিক্রমের সাথে সাথে অবস্থার তাগিদে এবং সমাজ হিতৈষীদের প্রচার - প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজের শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির কিছুটা হলেও লাঘব হতে শুরু করে।

সবশেষে বলা যায় বাংলায় উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ থেকে এতদিন পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজে ক্ষুদ্র হলেও একটি শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে। ধর্মকেন্দ্রিক মাদ্রাসা ও ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল-কলেজকেন্দ্রিক উভয় ধারার শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এই শ্রেণীটির উন্মেষ ঘটে। কিন্তু যে ধারা থেকেই গড়ে উঠুক না কেন, এরা সকলেই চাইছিলেন মুসলমান সমাজ আত্মসচেতন হয়ে উঠে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা ও মতপার্থক্য ছিল না, কিন্তু বিভেদ ছিল উন্নতির পন্থা বা উপায় নিয়ে। ফলে নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে সংঘটিত হতে থাকে তর্ক-বিতর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে যথার্থ কল্যাণ ও উন্নতির উপায় বা পথের সন্ধান স্যার আজিজুল হকের মত চিন্তাশীল মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছেন এবং আজও অনেকে করে চলেছেন। ইতিহাস আমাদের এই অভিজ্ঞতা দিয়েছে যে, এই অন্বেষণ এক অনিঃশেষ প্রক্রিয়া। কেননা মতাদর্শগত দিক থেকে সকল মানুষ একটা জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া দেশ-কাল ভেদে সব সমাজের সমস্যা এক রকম নয় এবং তা একরকম থাকেও না। ফলে মানুষকে আবার নতুন করে চিন্তা করতে হয়, অন্বেষণ করতে হয় নতুন পথের। এর ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে যে মতভেদ ঘটে তার পার্থক্য কখনো দুস্তর হয়, কখনো-বা হয় খুব সামান্য। তবু তাতেই অনেক সময় মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, তখন লক্ষ্যের চেয়ে উপায় বড় হয়ে দেখা দেয়। এর ফলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। এতে পরিণামে ক্ষতি হয় দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষদেরই।[২৩]

Reference:

১. রহমান, হাবিব, বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব, ১ম সং, ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৩৩৯

২. ভূঁইয়া গোলাম, কিবরিয়া, বাংলাদেশ : ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি, ১ম সং, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৬৭-৬৮

৩. Ara Begum, Rowshan, History of Muslim Education in Bengal : 1780-1882, 1st Ed., Kolkata: Raktakarabee, 2008, p. 1

৪. ভূঁইয়া, গোলাম কিবরিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

৫. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস : ১৮২৬-১৮৫৬, ১ম সং, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ. ২২০

৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১ম সং, ঢাকা : চারুলিপি, ২০১২, পৃ. ৫৮

৭. ওদুদ কাজী, আব্দুল, বাংলার জাগরণ (সম্পা. আবুল কাসেম ফজলুল হক), ১ম সং, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ১১৯

৮. De Amalendu, Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal, 1st Ed., Kolkata: Raktakarabee, 2008, p. 22

৯. চৌধুরী মোহাম্মদ, সেকান্দর, বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৪, পৃ. ১৭

১০. Huque M. Azizul, History and Problems of Moslem Education in Bengal, 1st Ed., Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1917, pp. 25-26

১১. হক মোহাম্মদ, আজিজুল, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, অনু. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১ম সং, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ২, ৫৯

১২. হক খোন্দকার, সিরাজুল, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ১ম সং, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৭৯, ১৮১

১৩. রহমান, হাবিব, (২০১২), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 66
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 608 - 614
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪. রহমান, কাজী সুফিউর, মুসলিম মানস : সমাজ রাজনীতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৪৭), ১ম সং, কলকাতা: রেডিয়্যান্স, ২০১৩, পৃ. ৫১-৫২
১৫. রহমান, হাবিব, বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, ১ম সং, কলকাতা: মিত্রম, ২০০৯, পৃ ৩১
১৬. রহমান, হাবিব, বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস : কতিপয় প্রসঙ্গ, ১ম সং, ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১০, পৃ. ২০
১৭. রহমান, হাবিব, (২০০৯), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২
১৮. দে, অমলেন্দু, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, ১ম সং, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭, পৃ. ১০৬
১৯. রহমান, হাবিব, (২০০৯), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৩
২০. রহমান, হাবিব, (২০১০), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১
২১. রহমান, হাবিব, (২০০৯), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
২২. রহমান, হাবিব, (২০১০), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
২৩. রহমান, হাবিব, (২০১২), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫, ২৬২